বাংলা ভাই সম্পর্কে গোয়েন্দাদের রিপোর্টে গা করেনি সরকার!

প্রতীক ইজাজ ঃ উত্তরাঞ্চলের ৪ জেলায় উগ্র মৌলবাদী জঙ্গি কমান্ডার বাংলা ভাইয়ের নৃশংস কর্মকাণ্ড তদন্তে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনের ব্যাপারে 'গা' করেনি সরকার। সরকারের ইতিবাচক মনোভাব না থাকায় এ ব্যাপারে নিশ্চুপ রয়েছে রাজশাহী অঞ্চলে কর্মরত সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও। ব্যাপক আলোড়িত এই ঘটনার ওপর 'ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট' তৈরি গোয়েন্দাদের রুটিন ওয়ার্ক হলেও এখন পর্যন্ত কোনো সংস্থাই তা করেনি। শুধুমাত্র সিচুয়েশন রিপোর্ট তৈরি এবং তা সরকারের কাছে পাঠানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে তাদের কার্যক্রম। অথচ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ওই প্রাথমিক রিপোর্ট সংবাদপত্রে এ পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদের সিংহভাগকেই সমর্থন করেছে।

এ নিয়ে সরকারের একাধিক ঊর্ধ্বতন মহল ভোরের কাগজকে জানান, গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর সরকারের কোনো আগ্রহই নেই। কারণ চরমপন্থী অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় সরকারদলীয় বেশকিছু মন্ত্রী, সাংসদ ও নেতাকর্মীর কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে খোদ সরকারই এই মৌলবাদী জঙ্গি বাহিনীকে মাঠে নামিয়েছে। এর সবকিছুই তাদের নখদর্পণেও। তাই এসব রিপোর্টের কোনোই প্রয়োজন মনে করছে না তারা। সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য বেশকিছু সূত্র এসব তথ্য জানিয়েছে।

উত্তরাঞ্চলের ৪ জেলা রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও সর্বশেষ বগুড়ায় প্রায় ২ মাসব্যাপী নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছে মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন কথিত জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমবি)। জঙ্গি কমান্ডার কথিত বাংলা ভাই ও তার ক্যাডারদের নৃশংস নির্যাতনে এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ১৮ জন নিরীহ গ্রামবাসী। বেধড়ক পিটিয়ে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে প্রায় অর্ধশত সাধারণ মানুষকে। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঘরবাড়ি। জোর করে কেটে নিয়ে গেছে কৃষকের ক্ষেতের ফসল। এমনকি ধর্ষণের মতো বীভৎস কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে তারা। প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন মহল এতে সহযোগিতা করলেও মূল

ক্রীড়নক হিসেবে আড়ালে থেকে কাজ করেছে মৌলবাদী সংগঠন জামাতে ইসলামী। অথচ এ নিয়ে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার তো দূরে থাক, কথিত বাংলা বাহিনীর কর্মকাণ্ডের ওপর গোয়েন্দা রিপোর্ট তৈরির ইতিবাচক সাড়াও মেলেনি সরকারের পক্ষ থেকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাংলা ভাইয়ের এই বর্বরোচিত তৎপরতার প্রথম দিকে সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা ঘটনাস্থলগুলোতে স্বশরীরে গিয়ে অনুসন্ধান চালালেও এখন তাও করছে না। শুধুমাত্র দায়িত্ব পালনের জন্য ঘটে যাওয়া ঘটনা জানিয়ে রাখছে উচ্চ মহলে। সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানিয়েছে, এ পর্যন্ত সরকারের প্রধান দুটি গোয়েন্দা সংস্থা মাত্র একটি করে বাংলা ভাইয়ের ব্যাপারে অনুসন্ধানী ও বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়েছে। আর তাও পাঠানো হয় ৩০ এপ্রিলের আগে। এরপর গোয়েন্দা সংস্থাগুলো গতকাল পর্যন্ত আর কোনো অনুসন্ধানী ও বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠায়নি। সূত্র জানিয়েছে, ১ এপ্রিল থেকে রাজশাহীর বাগমারায় জেএমবির উত্থানের পর সরকারের দুটি গোয়েন্দা সংস্থা প্রায় ১ মাস নিবিড়ভাবে তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে। সে সময় পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টও পাঠায় তারা। ওই রিপোর্টে উগ্র মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনটির ব্যাপারে সরকারকে প্রাথমিকভাবে সাবধান করে দেওয়া হয়।

একটি সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়, আপাতদৃষ্টিতে এরা চরমপন্থী নিধনে নেমেছে বলে মনে হলেও অদূর ভবিষ্যতে এদের কর্মকাণ্ড আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। এমনকি কোনো পাবলিক সংগঠন এভাবে কাজ করলে পরবর্তী সময়ে তারা খোদ প্রশাসনের জন্যই হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে বলেও অপর একটি গোয়েন্দা সংস্থা তার রিপোর্টে উল্লেখ করে। কিন্তু তারপরও বাংলা ভাইয়ের কর্মকাণ্ড ও তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো অনুসন্ধান রিপোর্ট তৈরির কোনোই সাড়া মেলে না সরকারের কাছ থেকে। সংশ্লিষ্টরা জানান, কোনো আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটলে সরকার সচরাচর তার গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে আরো বিস্তারিত অনুসন্ধান চেয়ে পাঠায়। এ কারণে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রথম

রিপোর্টে অনেক বিষয়ই থাকে না। পরবর্তী সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়গুলোর ওপরই বিস্তারিত অনুসন্ধান রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়।

সূত্র জানায়, অথচ বাংলা ভাইয়ের কর্মকাণ্ডের ওপর প্রথম অনুসন্ধানী রিপোর্টের পর সরকারের পক্ষ থেকে পরবর্তী সময়ে কোনো অনুসন্ধানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হয়নি। অন্যদিকে এই ঘটনার নেপথ্যে কারা রয়েছে, কীভাবেই বা এতোদূর অগ্রসর হলো- গোয়েন্দা সংস্থার সে রিপোর্টে তারও কোনো উল্লেখ ছিল না। সরকারও অতিরিক্ত কোনো আগ্রহ দেখায়নি। ফলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আর বেশি অনুসন্ধানে যায়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, সরকার বাংলা ভাইয়ের নেপথ্যে রহস্য সম্পর্কে খুবই অবগত থাকার কারণে গোয়েন্দা রিপোর্টের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

এদিকে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট না করলেও সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এখনো সংশ্লিষ্ট ঘটনার সিচুয়েশন রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। সূত্র জানায়, বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা রাজশাহীর বাগমারা, নওগাঁর আত্রাই ও রানীনগর, নাটোরের নলডাঙ্গা ও বগুড়ার বিভিন্ন এলাকায় এ পর্যন্ত যেসব নির্যাতন চালিয়েছে, তার প্রতিটি ঘটনাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পৃথক পৃথকভাবে অবগত আছে। এমনকি গত ২২ মে রোববার বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা রাজশাহী শহরে পুলিশ প্রহরায় সশস্ত্র মহড়া দিয়ে যাওয়ার পর সিচুয়েশন রিপোর্ট হিসেবে একটি গোয়েন্দা সংস্থা তা উচ্চ পর্যায়েও প্রেরণ করে। ওই রিপোর্টে বলা ছিল, রোববারের ঘটনায় স্থানীয় এলাকাবাসীর ভেতর কৌতূহলের চেয়ে উদ্বেগই ছিল বেশি।

এ ব্যাপারে ঢাকায় দুটি গোয়েন্দা সংস্থায় যোগাযোগ করা হলে কেউ কোনো তথ্য দেয়নি। এমনকি এ বিষয়ে কোনো কথাই বলতে চায়নি।